রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০০২.২৩-১৫১ তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৯/০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

১৪৪৪ হিজরি/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর হজ প্যাকেজ

১৪৪৪ হিজরি সনের ৯ জিলহজ তারিখে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জুন) সৌদি আরবে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং হজ এজেন্সির মাধ্যমে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমন করা যাবে। হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ প্যাকেজ ২০২৩ ঘোষণা করা হ'ল।

সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ ২০২৩

১। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছুদের জন্য নিম্নরূপ হজ প্যাকেজ ২০২৩ ঘোষণা করা হ'ল:

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১.১	বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ রুট - Dedicated Hajj Flight:)	
	বিমান ভাড়া (সর্বসাকুল্যে)	**১,৯৭,৭৯৭.০০**
	উপমোট (ক)	**১,৯৭,৭৯৭.০০**
১.২	**মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া বাবদ ব্যয় (ভ্যাটসহ):** মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীর জন্য বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৪৮০০ সৌ:রি:+মদিনা- ১৪০০ সৌ:রি:+১% অতিরিক্ত ৬২ সৌ.রি.) = ৬২৬২+(১৫%ভ্যাট ৯৩৯.৩০)= ৭২০১.৩০ সৌ:রি: × ২৮.৩৯ টাকা।	**২,০৪,৪৪৪.৯১**
১.৩	জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়েরে (মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) প্রদেয় পরিবহন ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) **১২৩৮.৫৫** সৌদি রিয়াল (১২৩৮.৫৫ × ২৮.৩৯):	**৩৫,১৬২.৪৩**

মূল্য : টাকা ১৬.০০

ক্র.নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১.৪	বাস সার্ভিস বাবদ (১৫% ভ্যাটসহ) : ১০০ সৌদি রিয়াল (১০০.০০ × ২৮.৩৯)	**২,৮৩৯.০০**
১.৫	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ): ১৫.০০ সৌদি রিয়াল (১৫×২৮.৩৯)	**৪২৫.৮৫**
১.৬	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ) : পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবার (তাঁবু, তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বল সরবরাহ, এয়ারকন্ডিশন এবং খাবার সরবরাহ) বিপরীতে সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'সি' ক্যাটাগরির মূল্য অনুসারে)** ৫৬৫৮.০০ সৌদি রিয়াল (৫৬৫৮.০০ × ২৮.৩৯)	**১,৬০,৬৩০.৬২**
১.৭	মক্কা রুট সার্ভিস (লাগেজ পরিবহন) ১৫% ভ্যাটসহ (২০.৭০ × ২৮.৩৯)	**৫৮৭.৬৭**
১.৮	**উন্নতমানের বাস সার্ভিস ভাড়া (ভ্যাটসহ) ৬৮১×২৮.৩৯ (মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা-মক্কা)**	**১৯,৩৩৩.৫৯**
১.৯	দেশে প্রত্যাবর্তনকালে লাগেজ পরিবহন (১৫% ভ্যাটসহ): (মক্কা ও মদিনা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ৩০.০০ সৌদি রিয়াল (৩০× ২৮.৩৯)	**৮৫১.৭০**
১.১০	ভিসা ফি : ৩০০ সৌদি রিয়াল (৩০০×২৮.৩৯)	**৮,৫১৭.০০**
১.১১	স্বাস্থ্য বীমা বাবদ সৌদি সরকারকে প্রদেয় ফি (১৫% ভ্যাটসহ): ৩৩.৩৫ সৌদি রিয়াল (৩৩.৩৫×২৮.৩৯)	**৯৪৬.৮১**
	উপমোট (খ)	**৪,৩৩,৭৪২.৫৮**
অন্যান্য খরচ		
১.১২	**অন্যান্য খরচ :** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ, আইটি সার্ভিস, মক্কা রোড সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
১.১৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	**২০০.০০**
১.১৪	প্রশিক্ষণ ফি	**৩০০.০০**
১.১৫	**খাওয়া খরচ:** সৌদি আরবে ক্যাটারিং কোম্পানি নেওয়া না হলে হজে গমনের পূর্বে হজ অফিস, ঢাকা হতে বাংলাদেশী মুদ্রায় ফেরত দেয়া হবে।	৩৫,০০০.০০
১.১৬	হজ গাইড বাবদ	**১৫,১৭৮.১০**
	উপমোট (গ)	**৫১,৪৭৮.১০**
	সর্বমোট (ক+খ+গ)	**৬,৮৩,০১৪.৬৮ বা ৬,৮৩,০১৫.০০**

বি.দ্র. প্যাকেজ ঘোষণার পর কোন কারণে হজের খরচ বৃদ্ধি পেলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে। কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা হজযাত্রীকে ফেরত দেয়া হবে।

০২। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজ:

হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজে বর্ণিত ব্যয়ের খাত (ক্রমিক নম্বর ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৫, ১.৭, ১.৮, ১.১০, ১.১১) গ্রহণ করে এজেন্সিসমূহ স্ব-স্ব হজ প্যাকেজ প্রস্তুত করবে। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ প্যাকেজের ক্রমিক নম্বর ১.৬ এ বর্ণিত মিনা এলাকার তাঁবুর ক্যাটাগরি 'ডি' গ্রহণ করা হলে: (ক) "ক্যাটাগরি ডি" এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ৪৭৯৫.০০ সৌ.রি.×২৮.৩৯ = ১৩৬১৩০.০৫ টাকা; ক্যাটাগরি 'সি' গ্রহণ করা হলে (খ) "ক্যাটাগরি "সি" এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ৫৬৫৮.০০ সৌ.রি.×২৮.৩৯ = ১৬০৬৩০.৬২ টাকা; ক্যাটাগরি 'বি' গ্রহণ করা হলে (গ) "ক্যাটাগরি "বি" এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ৭৯১২.০০ সৌ.রি.×২৮.৩৯ = ২২৪৬২১.৬৮ টাকা; এবং ক্যাটাগরি 'এ' গ্রহণ করা হলে (ঘ) "ক্যাটাগরি "এ" এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১০২৪৭.৬৫ সৌ.রি.×২৮.৩৯ = ২৯০৯৩০.৭৮ টাকা গ্রহণ করা যাবে।

নোট:	(১) প্রতি সৌদি রিয়াল ২৮.৩৯ টাকা হারে ধরা হয়েছে। (২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত। (৩) প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রদত্ত ৫০ সৌদি রিয়াল এবং জেনারেল কার সিন্ডিকেট এর অনুকূলে ১৮ সৌদি রিয়াল মোট ৬৮ সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ অর্থ ১৫৬৪ (এক হাজার পাঁচশত চৌষট্টি) টাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি মোট হজযাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে সমপরিমাণ টাকার পে-অর্ডার গ্যারান্টি হিসেবে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর জমা দিবেন। হজ কার্যক্রম শেষে জমাকৃত অর্থের পে-অর্ডার ফেরত পাবেন। (৪) এজেন্সি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন করে গাইড নিযুক্ত করবে।

৩। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন:

(১) আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে প্যাকেজ মূল্য পরিশোধ করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে (২) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২৩ খ্রি. (১৪৪৪ হিজরি) সনে হজের নিবন্ধনের জন্য প্রাক-নিবন্ধনকালে জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি বাবদ ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট ২৯,০০০.০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। (৩) নিবন্ধনের অর্থ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দেয়া যাবে। (৪) নিবন্ধনের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত সাপেক্ষে হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি (**PID**) প্রদান করা হবে।

(৫) মহিলা ও শিশুসহ হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ "মাহারামসহ একই সঙ্গে হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন ফরম (ফরম-২)" পূরণ করে নিবন্ধন ভাউচার গ্রহণ করবেন (৬) নিবন্ধন ভাউচারে উল্লিখিত হজযাত্রীগণের সকলকে একই গ্রুপের সদস্য হিসেবে একসঙ্গে হজে গমন করতে হবে। (৭) ফরম-২ http://www.hajj.gov.bd/bn/forms-এর "ফরমসমূহ" সেকশন হতে ডাউনলোড করা যাবে।

(৮) গ্রুপের কোন সদস্য পৃথক ফ্লাইটে সফর করতে চাইলে তাকে আলাদাভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

(৯) যে সব প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের অর্থ জমা প্রদান করবেন না, তাঁরা হজে গমনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবেন।

৩.১ **নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া:** সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনের জন্য ২০২৩ সনের নিবন্ধন সম্পন্ন করে প্যাকেজ মূল্য পরিশোধের পর হজে যেতে ইচ্ছুক না হলে এবং নিবন্ধন বাবদ প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিতে ইচ্ছুক হলে online refund system এ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর আবেদন করবেন, এক্ষেত্রে আবেদনকারী ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ ব্যতিত অবশিষ্ট অর্থ ফেরত পাবেন।

৩.২ **(১) পাসপোর্ট :** হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত থাকতে হবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রী হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় পাসপোর্ট জমা প্রদান না করলে তাঁর ভিসা বা টিকিট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে না।

৩.৩ **হজ ফ্লাইট:** হজযাত্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা থেকে জেদ্দা/মদিনা গমনাগমন করবেন। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের ফ্লাইটভিত্তিক ট্রাভেল প্যাকেজ (যাঁরা একই হজ ফ্লাইটে গমন করবেন এবং একই মোয়াল্লেমের অধীনে মক্কার বাড়ি হতে মুভমেন্ট করবেন) তৈরী করা হবে। হজযাত্রার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে সকল তথ্য অগ্রিম প্রদান করে ভিসা করতে হয় বিধায় সকল হজযাত্রীকে নির্ধারিত ট্রাভেল প্যাকেজে হজে গমন ও প্রত্যাগমন করতে হবে।

৩.৪ **মক্কা, মদিনা ও মিনার আবাসন:** মক্কা ও মদিনায় ভাড়া করা বাড়ি/হোটেলের কক্ষ নম্বর দিয়ে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে ভিসা লজমেন্ট করতে হয় বিধায় বরাদ্দকৃত বাড়ি/হোটেলের কক্ষ পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই।

৩.৫ মিনার তাঁবুতে প্রত্যেক হাজীর জন্য সৌদি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থান বরাদ্দ থাকবে। মিনা ও আরাফায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সকল হাজীর জন্য একই রকম হবে।

৩.৬ **(ক) লাগেজ: (১)** ট্রলিব্যাগ দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি, প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি, (২) হাত ব্যাগ দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, মোয়াল্লেম নম্বর, হজ এজেন্সির নাম, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর এবং সৌদি আরবে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির প্রতিনিধির মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লিখতে হবে। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

(খ) কুরবানী: প্রত্যেক হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ১০০০.০০ সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে।

৪। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধা ও শর্তসমূহ:

(১) হজ ভিসা (২) সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট (৩) মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্বর হতে সর্বোচ্চ **২০০০ মিটার** ও মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ **১০০০ মিটারের** মধ্যে আবাসন (৪) হজযাত্রীগণ সৌদি আরবে কমপক্ষে ৩০ দিন তবে ৪২ দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। (৫) মদিনায় অবস্থান সৌদি বাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৮ দিন হতে পারে (৬) কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে (৭) ৪-৬ জনের জন্য ১টি সংযুক্ত/কমন গোসলখানা/টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে (৮) হোটেল/বাড়ির কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা থাকবে (৯) প্রতি হাজীর জন্য মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা থাকবে (১০) আরাফায় অবস্থানের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা থাকবে (১১) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করতে হবে (১২) মিনায় এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন করা হবে (১৩) সৌদি সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-জামারায় বাস সুবিধা থাকবে (১৪) মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে (১৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেস্টের স্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ঔষধ) অবশ্যই (কমপক্ষে ৪৫ দিনের জন্য) সঙ্গে নিতে হবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী মেইন লাগেজে বহন করতে হবে। (১৬) হজ ফ্লাইটের পূর্বে হজ ক্যাম্প (ঢাকা আশকোনা) ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা থাকবে (হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকবে) (১৭) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে (১৮) হজযাত্রীকে হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে (১৯) হজ ক্যাম্প ঢাকায় হজযাত্রীর বোর্ডিং পাস ও সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবে (২০) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবে। (২১) মক্কা ও মদিনায় হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে কাউন্সেলর (হজ)/সহকারী মৌসুমী হজ অফিসারের নিকট ৩০০ (তিনশত) সৌদি রিয়াল জামানত হিসেবে জমা রেখে হজ মিশন হতে হুইল চেয়ার সংগ্রহ করা যাবে। হুইল চেয়ার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর হুইল চেয়ার ফেরত প্রদানকালে জামানত হিসেবে প্রদত্ত ৩০০ (তিনশত) সৌদি রিয়াল ফেরত প্রদান করা হবে। (২২) সাহায্যকারী হিসেবে হজকর্মী প্রয়োজন হলে প্রতিদিন ১১০-১২০ সৌদি রিয়াল মজুরিতে কাউন্সেলর (হজ)/সহকারী মৌসুমী হজ অফিসার এর মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে। (২৩) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ১০০০.০০ সৌদি রিয়াল পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে। (২৪) মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফায় হুইল চেয়ার ও সাহায্যকারীর জন্য ৩৫০০ সৌদি রিয়াল মোয়াল্লেম অফিসে জমা প্রদান করতে হবে (অফেরতযোগ্য)। (২৫) দেশে ফেরার পর হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ করা হবে। (২৬) প্যাকেজ ঘোষণার পর কোনো কারণে হজের খরচ বৃদ্ধি পেলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে। কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা হজযাত্রীকে ফেরত দেয়া হবে।

৫। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধা ও শর্তসমূহ:**
(১) হজ ভিসা (২) সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট (৩) মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্বর হতে সর্বোচ্চ **২০০০ মিটার** ও মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ **১০০০ মিটারের** মধ্যে আবাসন (৪) সাধারণ প্যাকেজের হজযাত্রীগণ সৌদি আরবে কমপক্ষে ৩০ দিন তবে ৪২ দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। (৫) মদিনায় অবস্থান সৌদি বাড়ি ভাড়ার ভিত্তিতে ৮ দিন হতে পারে (৬) কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে (৭) ৪-৬ জনের জন্য ১টি সংযুক্ত/কমন গোসলখানা/টয়লেট এর ব্যবস্থা থাকবে (৮) হোটেল/বাড়ির প্রতি কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর এর ব্যবস্থা থাকবে (৯) প্রতি হাজীর জন্য মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা থাকবে (১০) আরাফায় অবস্থানের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা থাকবে (১১) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করতে হবে (১২) মিনায় এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন করা হবে (১৩) জেদ্দা-মক্কা, মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মিনা-মক্কা, মক্কা-মদিনা, মদিনা-জেদ্দা এবং মক্কা-জেদ্দায় যাওয়া-আসার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হবে (১৪) মক্কা, মদিনা, মিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে (১৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেস্টের স্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ঔষধ) অবশ্যই (কমপক্ষে ৪৫ দিনের জন্য) সঙ্গে নিতে হবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী মেইন লাগেজে বহন করতে হবে। (১৬) হজ ফ্লাইটের পূর্বে হজ ক্যাম্প (ঢাকা আশকোনা) ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা থাকবে (হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা থাকবে) (১৭) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে (১৮) হজযাত্রীকে হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে (১৯) হজ ক্যাম্প ঢাকায় হজযাত্রীর বোর্ডিং পাস ও সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন হবে (২০) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবে। (২১) মক্কা ও মদিনায় হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে কাউন্সেলর (হজ)/সহকারী মৌসুমী হজ অফিসারের নিকট ৩০০ (তিনশত) সৌদি রিয়াল জামানত হিসেবে জমা রেখে হজ মিশন হতে হুইল চেয়ার সংগ্রহ করা যাবে। হুইল চেয়ার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর হুইল চেয়ার ফেরত প্রদানকালে জামানত হিসেবে প্রদত্ত ৩০০ (তিনশত) সৌদি রিয়াল ফেরত প্রদান করা হবে। (২২) সাহায্যকারী হিসেবে হজকর্মী প্রয়োজন হলে প্রতিদিন ১১০-১২০ সৌদি রিয়াল মজুরিতে কাউন্সেলর (হজ)/সহকারী মৌসুমী হজ অফিসার এর মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে। (২৩) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ১০০০.০০ সৌদি রিয়াল পৃথকভাবে সঙ্গে নিতে হবে। (২৪) মিনা-আরাফাহ-মুযদালিফায় হুইল চেয়ার ও সাহায্যকারীর জন্য ৩৫০০ সৌদি রিয়াল মোয়াল্লেম অফিসে জমা প্রদান করতে হবে (অফেরতযোগ্য)। (২৫) হজ এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীগণের বাংলাদেশ-জেদ্দা/মদিনা, জেদ্দা/মদিনা-বাংলাদেশ সরাসরি যাতায়াত নিশ্চিত করবে। (২৬) দেশে ফেরার পর হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ করা হবে।

৬। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধন:	
বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ২০২৩ খ্রি. (১৪৪৪ হিজরি) সনে নিবন্ধনের জন্য প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা হতে জমজম পানি বাবদ-(১৫.০০ সৌ.রি.)=৪২৫.৮৫ (চারশত পঁচিশ টাকা পঁচাশি পয়সা) টাকা, ১% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ ৬২ সৌ.রি.+১৫% ভ্যাট = ২০২৪.২০ (দুই হাজার চব্বিশ টাকা বিশ পয়সা) টাকা, সার্ভিস চার্জ বাবদ ৮০০.০০ টাকা, হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) বাবদ ২০০.০০ (দুইশত) টাকা, প্রশিক্ষণ ফি বাবদ-৩০০.০০ (তিনশত) টাকা, প্রাক নিবন্ধন ফি বাবদ ১০০০.০০ টাকা সর্বমোট (৪২৫.৮৫+২০২৪.২০+৮০০.০০+২০০.০০+৩০০.০০+১০০০.০০) = ৪৭৫০.০৫ টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট (৩০,৭৫২.০০– ৪৭৫০.০৫) = ২৬০০১.৯৫ টাকা নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির মোট হজযাত্রী সংখ্যার বিপরীতে সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধের নিমিত্ত নিবন্ধনকারী এজেন্সির অনুকূলে হজ এজেন্সির হজ কার্যক্রম সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবে ফেরৎ প্রদান করা হবে। এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী প্যাকেজ মূল্যের অবশিষ্ট অর্থ নিবন্ধনকারী সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন। অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলেই সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ইউজার হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি প্রদান করবেন। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি বিমান ভাড়া বাবদ অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর টিকিটের জন্য পে-অর্ডার ব্যতীত উত্তোলন করতে পারবে না।	
৭। নিবন্ধন বাতিল / প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া:	
৭.১	(১) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তির লিখিত অনুরোধ/সম্মতির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ব্যাংকের মাধ্যমে অন-লাইনে তার নিবন্ধন বাতিল করবে। নিবন্ধন বাতিলের প্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাক-নিবন্ধনও বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে, প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জমাকৃত ৩০,৭৫২.০০ (ত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকার মধ্য হতে প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২৯,৭৫২.০০ (উনত্রিশ হাজার সাতশত বায়ান্ন) টাকা সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টে মন্ত্রণালয় হতে ফেরত দেয়া হবে। (২) কোনো প্রাক-নিবন্ধন হজযাত্রী স্বেচ্ছায় এজেন্সি পরিবর্তন করতে চাইলে প্রাক-নিবন্ধনকারী এজেন্সি এরূপ স্থানান্তরে বাধ্য থাকবে। প্রাক-নিবন্ধনকারী এজেন্সি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তন করতে পারবে। তবে কোটাপূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে প্রাক-নিবন্ধন হজযাত্রী স্থানান্তর করা হলে হজযাত্রীর নিকট থেকে কোনো সার্ভিস চার্জ আদায় করা যাবে না। অপরদিকে অপারেটিং লিড এজেন্সির কোটা পূরণের নিমিত্ত শুধুমাত্র নিবন্ধিত হজযাত্রী স্থানান্তর করা যাবে।
৭.২	**প্রতিস্থাপন:** (১) নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ হজ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য অগ্রাধিকার পাবে।

	(২) নিবন্ধিত হজযাত্রী অসুস্থতার কারণে হজে গমনে অক্ষম হলে সিভিল সার্জনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ফরম-৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারের নিকট প্রদান করবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে হজ নিবন্ধন বাতিল করে উক্ত শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসরণ করে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করতে পারবে।
৭.৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষিত বৈধ হজ এজেন্সি হজ অফিস, ঢাকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনপূর্বক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করত হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে। ঘোষিত প্যাকেজে আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন খাতের অর্থের বিভাজন এবং হজযাত্রীর প্রদেয় সেবার বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। উক্ত চুক্তির কপি হজ অফিস, ঢাকায় জমা দিতে হবে।
৭.৪	নিবন্ধনের সময় পরিশোধিত ২,০৬,৯৫৭.৪৮ (দুই লক্ষ ছয় হাজার নয়শত সাতান্ন টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকার অবশিষ্ট অর্থ হজযাত্রী কর্তৃক পরিশোধ করার পর প্যাকেজের সমুদয় অর্থ হজ এজেন্সির নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক হিসাব বিবরণী হজ অফিস, ঢাকার বরাবরে জমাদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধনের সময় গৃহীত অর্থ হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বাবদ পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ খাতে IBAN এর মাধ্যমে প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উত্তোলন করতে পারবে না। কোনো ব্যাংক হজ এজেন্সি/হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোনো প্রকার ঋণ প্রদান করতে পারবে না।
৭.৫	হজ এজেন্সি নিবন্ধিত হজযাত্রীদের তালিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগর/ জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন / উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার নিকট যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।
৭.৬	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং হজযাত্রীদের জন্য ক্যাটারিং কোম্পানির সাথে খাবার সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন/হজযাত্রীদের খাবারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। হজযাত্রীদেরকে মক্কা/মদিনায় তাসরিয়া/তাসনিফযুক্ত এক/একাধিক বাড়ি/হোটেলে রাখা যাবে। সৌদি নিয়ম মোতাবেক হারাম শরীফ থেকে ২ (দুই) কিলোমিটার বা এর অধিক দূরত্বে বাড়ি/হোটেল অবস্থানের ব্যবস্থা করলে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।
৭.৭	বাড়ি/হোটেল ভাড়া, মুয়াল্লিমের অতিরিক্ত সার্ভিস সার্জ, ক্যাটারিং বাবদ খরচ ও অন্যান্য খরচের অর্থ হজ এজেন্সিকে সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। মক্কা ও মদিনার বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে তাসরিয়া/তাসনিফ অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে অন-লাইনে আবেদন করতে হবে। মক্কায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত নির্ধারিত বাড়িতেই অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কোনোক্রমেই আবাসনের জন্য তাসরিয়া/তাসনিফসহ ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেল ছাড়া অন্যত্র হজযাত্রীদের রাখা যাবে না।
৭.৮	হজ এজেন্সিকে সৌদি আরবে অবস্থানকালে হজযাত্রীদের দৈনিক ৩ বেলা খাবার সরবরাহ করতে হবে। খাবার সরবরাহ করা না হলে এ বাবদ গৃহীত টাকা হজযাত্রীকে ফেরত দিতে হবে।

৭.৯	হজ এজেন্সিসমূহ, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এবং এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ হজযাত্রী প্রেরণের তারিখ **চূড়ান্ত** করবে।
৭.১০	প্রত্যেক হজ এজেন্সি এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে হজযাত্রীদের জন্য সৌদি আরব গমনাগমনের টিকিট সংগ্রহ করবে। পরিবহনকৃত হজযাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী বিমান ভাড়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সকে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।
৭.১১	হজ এজেন্সি হজযাত্রীর বিমান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে/পে-অর্ডারের মাধ্যমে এয়ারলাইন্স বরাবর প্রদান করবে।
৭.১২	ই-হজ সিস্টেমে হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্স কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার তথ্য অনলাইনে হালনাগাদ ব্যতিরেকে হজযাত্রীদের ভিসার জন্য হজ অফিস, ঢাকা হতে পাসপোর্ট সৌদি দূতাবাসে প্রেরণ করা হবে না। হজ এজেন্সি হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার হালনাগাদ তথ্য, এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এবং হাবের প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা হজ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে।
৭.১৩	**লাগেজ:** ট্রলিব্যাগ ও কীটব্যাগ হজযাত্রীগণকে নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে। হজযাত্রীদের লাগেজে নাম, পাসপোর্ট নম্বর, বাংলাদেশের মোবাইল নম্বর ও মোয়াল্লেম নম্বর ইংরেজিতে লিখতে হবে। সকল হজযাত্রীকে অবশ্যই এয়ার লাইন্সসমূহ এবং বাংলাদেশ ও সৌদি কর্তৃপক্ষের লাগেজ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।
৭.১৪	হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে এজেন্সিসমূহ শুধু এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত রশিদমূলে হজযাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। হজ এজেন্সির পক্ষে লিডার/গ্রুপ লিডার বা কোন প্রতিনিধি হজযাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশের পূর্বে হজে গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে এজেন্সি প্রাক্-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।
৭.১৫	প্রত্যেক এজেন্সি হজ প্যাকেজ, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, বারকোড/স্টিকার নম্বর ইত্যাদি তথ্য; হজযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল, হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, হজ অফিস, ঢাকা ও এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র; মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, বাড়ির রোড/এলাকার নাম; নিয়োজিত প্রতিনিধি ও হজকর্মীর সৌদি আরবে এবং বাংলাদেশের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিজ নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং প্রকাশিত তথ্যের সফট্কপি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করবে।
৭.১৬	হজযাত্রীর মোবাইল/ফোন নম্বর না থাকলে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করার জন্য দুইজন নিকট আত্মীয়ের মোবাইল নম্বর আবেদনপত্রে এবং হজ এজেন্সি ও হজযাত্রীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

৭.১৭	প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন আইটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ হজগাইড নিয়োগ করবে।
৭.১৮	প্রত্যেক হজ এজেন্সি সর্বনিম্ন ১০০ (একশত) জন এবং সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) জন হজযাত্রী হজে প্রেরণ করতে পারবে।
৭.১৯	কোন এজেন্সি কোটার কম হজযাত্রী পেলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তি হিসাবে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ না করা হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ হজযাত্রীদের লিখিত সম্মতিক্রমে অন্য বৈধ হজ এজেন্সিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। নিবন্ধনকারী এজেন্সির সাথে স্থানান্তরকারী এজেন্সি তার হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ নিবন্ধনকারী এজেন্সির একাউন্টে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে অবশ্যই জমা প্রদান করবে। হজযাত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব নিবন্ধনকারী এজেন্সিকে বহন করতে হবে।
৭.২০	রাজকীয় সৌদি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক মক্কাস্থ হাব প্রতিনিধির সাথে পরামর্শক্রমে কাউন্সেলর (হজ), মক্কা কর্তৃক মক্কা আল-মোকাররমা এবং মদিনা আল-মুনাওয়ারায় মোট হজযাত্রীর ১% হারে অতিরিক্ত সিট ভাড়া নিশ্চিত করা হবে।
৭.২১	জেদ্দাস্থ বিমানবন্দর অথবা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনকালে হজযাত্রীদের সাথে অথবা হজ এজেন্সির বৈধ প্রতিনিধির নিকট মদিনার আবাসনের চুক্তির কপি থাকতে হবে।
৭.২২	মক্কা-আল-মোকাররমা অথবা বাংলাদেশ থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমনের জন্য সকল হজযাত্রীর মদিনায় আবাসন চুক্তির বিবরণী এজেন্সি কর্তৃক Online- এ আপলোড করতে হবে।
৭.২৩	প্রত্যেক ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য ১ জন করে দক্ষ গাইড সঙ্গে থাকতে হবে।
৭.২৪	২৫ জিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরির পরে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা কিংবা জেদ্দা থেকে মদিনা-আল -মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।
৭.২৫	৫ জিলহজের পরে কোন হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না।
৭.২৬	হজের পর ১৪ জিলহজের পূর্বে কোন হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না।
৭.২৭	হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা হজ এজেন্সিসমূহ প্রতিপালন করবে। এজেন্সিসমূহ মোনাজ্জেমদের সৌদি আরব গমনের জন্য ভিসা প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.২৮	হজযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনায় বাংলাদেশ সরকার ও হাব কর্তৃক নির্ধারিত এলাকাসমূহে গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বছর মিসফালাহ, জিয়াদ, শিয়াবে আমের, গাজ্জা, জারোয়াল ও সৌকিয়া এলাকায় গুচ্ছ (Cluster) ভিত্তিক বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করতে হবে।
৭.২৯	সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্ত/নির্দেশনাসমূহ প্রত্যেকটি হজ এজেন্সি অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে।
৭.৩০	ই-হজ ম্যানেজমেন্ট চালু হওয়ায় বাড়ি ভাড়া, পরিবহন, মুয়াল্লেমের অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ ও ক্যাটারিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রদেয় অর্থ ই-পেমেন্টের (স্ব স্ব এজেন্সির নামে খোলা IBAN নম্বর) মাধ্যমে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
৭.৩১	হজযাত্রীর ভিসাযুক্ত পাসপোর্টের পিছনে (Back Cover) মোয়াল্লেম নম্বর, মক্কা/মদিনার আবাসনের ঠিকানা সম্বলিত প্রিন্টেড স্টিকার সংযুক্ত করতে হবে। পাসপোর্টের সাথে বিমানের টিকেটও সংযুক্ত থাকতে হবে এবং প্রত্যেক হজযাত্রীর বাড়ি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাড়িভিত্তিক লাল/সবুজ/হলুদ/নীল/গোলাপী রঙের কাগজ লাগাতে হবে। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীর তালিকা, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকেটসহ এজেন্সির মালিক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের হজ অফিসে নিয়ে আসবেন।

৮। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য তথ্যাদি ও করণীয়:

৮.১	হজযাত্রীর পাসপোর্টের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত থাকতে হবে।
৮.২	শিশুদেরকে অভিভাবকের সঙ্গে এবং মহিলা হজযাত্রীকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।
৮.৩	এয়ারলাইন্সসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোন এয়ারলাইন্স এর মাধ্যমে হজযাত্রী পরিবহন করতে পারবে।
৮.৪	সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার নিবন্ধিত হজযাত্রীর মৃত্যু/করোনা/গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে যেতে না পারলে তাঁর জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ফেরত দেয়া হবে। ব্যয়িত অর্থ কোন অবস্থাতেই ফেরতযোগ্য হবে না।
৮.৫	বাংলাদেশী টাকার সাথে মার্কিন ডলার ও সৌদি রিয়াল এর বিনিময় হার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর্ধিত টাকা ও বিমান ভাড়া হজযাত্রীকেই পরিশোধ করতে হবে।
৮.৬	হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

৮.৭	হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করতে হবে। প্রত্যেক হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন, (কলেরা ভ্যাকসিন চাহিদার প্রেক্ষিতে)সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ গ্রহণ করতে হবে।
৮.৮	নিবন্ধিত হজযাত্রীকে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড/হাসপাতাল কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদ সংযুক্ত করতে হবে। রাজকীয় সৌদি সরকারের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল ফাইল ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং Online-এ হালনাগাদ করবে।
৮.৯	সরকারি এবং বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশে সৌদি আরব গমনের ন্যূনতম ২ দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন।
৮.১০	বিমানে ভ্রমণকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিস্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জর্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য, চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারি, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নেওয়া যাবে না।
৮.১১	ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ নিয়মিত সেবন করেন এরূপ কিংবা কোন নির্ধারিত ব্রান্ডের ঔষধ ব্যবহারকারীগণ প্রেসক্রিপশনসহ অবশ্যই ৪২ দিনের ঔষধ মেইন লাগেজে করে সঙ্গে নিবেন।
৮.১২	সৌদি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান থেকে হজযাত্রীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্বীকৃত খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।
৮.১৩	হজযাত্রীকে প্রদত্ত পিলগ্রিম আইডি কার্ড সৌদি আরবে সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে।
৮.১৪	ই-হজ ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। এ বিষয়ে www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। এছাড়া সৌদি আরবে হজ মিশন হতে নিয়মিত হজ বুলেটিং প্রচার করা হবে।
৮.১৫	সৌদি আরবে অবস্থানকালে বাসস্থানের বাইরে গেলে হজযাত্রীকে পরিচয়পত্র, মোয়াল্লেম কার্ড ও হোটেলের কার্ড অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে।

৮.১৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রী, হজ গাইড এবং হজযাত্রীদের সেবা প্রদানকারী টিমের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করবে।
৮.১৭	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠেয় হজ চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তসমূহ অনুসরণে সকল হজযাত্রী বাধ্য। ভিক্ষাবৃত্তি, রাজনীতি, অনৈতিক কাজসহ যে কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য সৌদি সরকার তাদের প্রচলিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৮.১৮	রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক/দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত হজযাত্রীকে সৌদি আরবে দাফন করা হবে। হজ মৌসুম শেষে মৃত হাজীর মৃত্যু সনদ (ডেথ সার্টিফিকেট) হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হবে।
৮.১৯	**হারানো লাগেজ:** হজযাত্রীর লাগেজ হারানো গেলে তিনি লাগেজ হারানোর তথ্যাদি বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় অবহিত করবেন। হজ শেষে দেশে ফেরার পথে লাগেজ হারানো সংক্রান্ত তথ্যাদি এয়ারপোর্টে “লস্ট এন্ড ফাউন্ড” সেকশনে জানাবেন।
৮.২০	**জমজমের পানি:** প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জমজম পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট হতে জমজমের পানি সরবরাহ করা হবে।
৮.২১	**হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা:** বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব ব্যয়ে মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশী সমন্বিত চিকিৎসক দল দ্বারা মেডিকেল সেন্টার পরিচালনা করা হবে। হজযাত্রীগণ এ সকল সেন্টার হতে শুধুমাত্র অসুস্থতার কারণে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
৮.২২	**বাংলাদেশ হজ অফিস:** হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেদ্দা ও মদিনা বিমানবন্দরসহ মক্কা, মদিনা, মিনা ও আরাফায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অফিস/সেবা কেন্দ্র/হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হবে। হজযাত্রীগণ এসকল সেবা কেন্দ্র/হেল্প ডেস্ক থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
৮.২৩	**অভিযোগ:** হজযাত্রীদের কোন অভিযোগ থাকলে হেল্পডেস্ক হতে অভিযোগ ফরম (ফরম ১১ ও ১২) সংগ্রহ করে হজ অফিস, ঢাকা/বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। অভিযোগের শুনানীতে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিসহ উপস্থিত হতে হবে।

৮.২৪	হজ ফ্লাইট সিডিউল এবং ফ্লাইট চলাচল সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করতে হবে। হজ টাস্কফোর্সের আহ্বায়কের তত্ত্বাবধানে হজ ফ্লাইট কন্ট্রোল রুম হতে এ তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, হজ টাস্কফোর্স ও এয়ারলাইন্সসমূহ যৌথভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করবে। হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সসমূহ প্রতিটি ফ্লাইটের Passenger Name List (PNL) তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে ই-হজ সিস্টেমে এবং নির্ধারিত ই-মেইলে সফ্টকপি প্রেরণ করবে।
৮.২৫	প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা লজমেন্ট বা হজ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ে কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে।
৮.২৬	কোন হজযাত্রীকে জেদ্দা বিমানবন্দর হয়ে বাসযোগে মদিনায় প্রেরণ করা যাবে না। মদিনার যাত্রীকে ঢাকা থেকে সরাসরি মদিনাগামী ফ্লাইটে প্রেরণ করতে হবে।
৮.২৭	হজ বিষয়ে যে কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে হজ তথ্যসেবা কেন্দ্রের ফোন: +৮৮০৯৬০২৬৬৬৭০৭ অথবা পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমান বন্দর, ঢাকা এর ফোন: ৪৮৯৫৮৪৬২ অথবা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার ফোন: ৫৫১০১১১৮ এ যোগাযোগ করা যাবে। এ ছাড়াও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং জেলায় অবস্থিত উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় হতে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।
৮.২৮	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি: (১) সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণের সার্টিফিকেট হজযাত্রীকে হজের সফরে সঙ্গে রাখতে হবে। (২) নিবন্ধন ব্যতীত কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে অথবা "সুরক্ষা" এ্যাপস-এ টিকা নেয়ার তথ্য আপডেট নেই এমন হজযাত্রীকে টিকা গ্রহণের তথ্য "সুরক্ষা" এ্যাপস-এ অন্তর্ভুক্তিক্রমে টিকার সার্টিফিকেট অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। (৩) হজে গমনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে কোভিড পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট সঙ্গে নিতে হবে। (৪) সকল স্থানে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
৯। এয়ারলাইন্সসমূহের করণীয়:	
৯.১	সুষ্ঠুভাবে হজ ফ্লাইট পরিচালনার লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ সকল টিকিট বিক্রি/বুকিং সরাসরি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর অনুকূলে বরাদ্দ ও ইস্যু করবে এবং দৈনিকভিত্তিক অনলাইনে প্রদর্শন করবে। হজ এজেন্সি ব্যতীত অন্য কোন এজেন্সিকে হজযাত্রীদের টিকেট বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়া যাবে না। কোন এজেন্সিকে কোন অবস্থাতেই ৩০০ এর অধিক টিকেট প্রদান করা যাবে না। এয়ারলাইন্সসমূহ সরাসরি হজ এজেন্সি বরাবর বিমানের টিকেট সরবরাহ করবে।

৯.২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত হজযাত্রীর ফ্লাইটের সময়সূচি/তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না।
৯.৩	হজযাত্রীদের মালামাল যাতে না হারায় এবং Mishandle হলে খুঁজে বের করে নিরাপত্তা বিধান করা যায় সে বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া Luggage Tracking System (LTS) চালু করতে হবে যাতে দ্রুততার সাথে যে কোন সময়ে Luggage সংক্রান্ত তথ্য হজযাত্রীদের প্রদান করা যায়।
৯.৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজে উল্লিখিত খাতভিত্তিক ব্যয় প্রয়োজনে সমন্বয় করতে পারবে।

কাজী এনামুল হাসান এনডিসি
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd